প্রথম আলো

তারিখ ... 24 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮ .....

উচ্চশিক্ষা খাতে বরাদ্দকে বিনিয়োগের দৃষ্টিতে দেখতে হবে : গওহর রিজভী

কূটনৈতিক প্রতিবেদক ●

প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী বলেছেন, উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বরাদ্দকে ব্যয় নয়, বিনিয়োগের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে হবে। আর বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষার চেয়ে লাভজনক কিছু হতে পারে না।

উচ্চশিক্ষাবিষয়ক এক কর্মশালার সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় গতকাল সোমবার তিনি এ মন্তব্য করেন। ওই অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান এ কে আজাদ চৌধুরী সভাপতির বক্তৃতায় গওহর রিজভীর সঙ্গে একমত পোষণ করে উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগের ওপর গুরুত্ব দেন।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় ইউজিসি রূপসী বাংলা হোটেলে 'বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের যোগ্যতা শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক এ কর্মশালার আয়োজন করে। তিন দিনের এ কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩ জন উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পাঁচজন প্রতিনিধি অংশ নেন।

গওহর রিজভী বলেন, কোনো দেশের উন্নতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত সে দেশের মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা। কাজেই উচ্চশিক্ষায় বাজেট বরাদ্দের বিষয়টিকে খরচের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখাটা ভুল। এ বিষয়টিকে দেখতে হবে বিনিয়োগের দৃষ্টিকোণ থেকে। আর বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষার চেয়ে লাভজনক কিছু হতে পারে না।

ব্রিটিশ কাউন্সিল-ইউজিসি কর্মশালা

'কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের মানোন্নয়ন ঘটাতে ব্যর্থ হলে সেগুলো বন্ধের সুপারিশ করা হবে'

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক বলেন, 'আমাদের দেশে অনেকেই সেরা কিংবা বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেন। অথচ এর সঙ্গে জড়িত শিক্ষকের মান, ছাত্রের মান, আনুষঙ্গিক নানা সুবিধাসহ উন্নত অবকাঠামোর বিষয়গুলো। এ দেশের কয়টা বিশ্ববিদ্যালয় এসব মানদণ্ড পূরণ করতে পারে?' তিনি আরও বলেন, একটি সফল বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এর স্বায়ত্তশাসন। পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসন পেয়ে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সফল হয়েছে, এমন নজির পাওয়া যায় না।

এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার বিকাশে বড় বাধা হচ্ছে এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অর্থের জোগান দেওয়া হয় না। অথচ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভালো পথ হচ্ছে শিক্ষা খাত। বাংলাদেশের কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতমানের শিক্ষা নিশ্চিত করছে। আবার কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ভালো নয়। কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের মানোন্নয়ন ঘটাতে ব্যর্থ হলে সেগুলো বন্ধের সুপারিশ করা হবে।

ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট গিবসন বলেন, মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে যোগ্য নেতৃত্ব অপরিহার্য। এ কর্মশালা যোগ্য নেতৃত্ব গঠনে ভূমিকা রাখলে তা উচ্চশিক্ষার মানের ক্ষেত্রে ব্রিটেন ও বাংলাদেশের অভিন্ন লক্ষ্য নিশ্চিত করবে। ওই অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের পরিচালক রোজমেরি আর্নেট ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য মো. মহিবর রহমান।